কম্পিউটার জগৎ
COMPUTER JAGAT

প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা ডা: এম এম মোরতায়েজ আমিন

সম্পাদক গোলাপ মুনীর
সহযোগী সম্পাদক মইন উদ্দীন মাহ্‌মুদ
সহকারী সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল হক
কারিগরি সম্পাদক মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী সালেহ উদ্দিন মাহমুদ
বিশেষ প্রতিনিধি ইমদাদুল হক

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা কানাডা
ড. এস মাহমুদ ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান জাপান
এস. ব্যানার্জী ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা সিঙ্গাপুর
নাসির উদ্দিন পারভেজ মধ্যপ্রাচ্য

প্রচ্ছদ মোহাম্মদ আবদুল হক
ওয়েব মাস্টার মোহাম্মদ এহ্‌তেশাম উদ্দিন
জ্যেষ্ঠ সম্পাদনা সহকারী মনিরুজ্জামান পিন্টু
কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা মো: মাসুদুর রহমান
রিপোর্টার সোহেল রানা

মুদ্রণে : রাইটস (প্রা.) লি.
৪৪সি/২, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
অর্থ ব্যবস্থাপক সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক শিমুল শিকদার
সহ-বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক মোর্শেদা শাহনাজ
শাওন সাহা জয়
রাজিব আহমেদ
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ

প্রকাশক : নাজমা কাদের
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮৩১৮৪, ৯৬১৩০১৬, ০১৭১১৫৪৪২১৭, ০১৯১১৫৯৮৬১৮
ই-মেইল : jagat@comjagat.com
ওয়েব : www.comjagat.com
যোগাযোগ :
কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮৩১৮৪

Editor Golap Monir
Associate Editor Main Uddin Mahmood
Assistant Editor Mohammad Abdul Haque
Technical Editor Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent Md. Abdul Hafiz

Published from :
Computer Jagat
Room No.11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 9183184

Published by : Nazma Kader
Tel : 9664723, 9613016
E-mail : jagat@comjagat.com

সম্পাদকীয়

সর্বোচ্চ করবাধার দেশে ডিজিটাল বিপ্লব হয় না

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের একটি বহুল আলোচিত প্রত্যাশা হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া। এজন্য প্রয়োজন আইসিটিকে ব্যবহার করে, বিশেষ করে মোবাইলপ্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে দেশের উৎপাদনশীলতা ও নাগরিক সাধারণের কল্যাণের মাত্রা আরও বাড়িয়ে তোলা। এ ক্ষেত্রে আমরা এগিয়েও গেছি কিছুটা, তবে এ অগ্রগতি প্রত্যাশিত মাত্রায় পৌঁছাতে পারেনি। ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় আইসিটি বিপ্লব এখনও ঘটানো যায়নি। এর প্রমাণ মিলবে আমরা যদি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক বিশ্ব আইসিটি রিপোর্টের সিরিজগুলোর দিকে তাকাই। উল্লেখ্য, এই সিরিজ রিপোর্টগুলো হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে ব্যাপকভিত্তিক আইসিটি রিপোর্ট। এসব রিপোর্টে প্রতিটি দেশের আইসিটি অবস্থানচিত্র স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। গত ১৫ এপ্রিল প্রকাশ করা হয়েছে 'গ্লোবাল আইসিটি রিপোর্ট ২০১৫' সংস্করণটি। এতে রয়েছে ১৪৩টি দেশের সার্বিক আইসিটি পরিস্থিতিসহ এসব দেশের নেটওয়ার্ক রেডিনেস ইনডেক্স।

এবারের এই নেটওয়ার্ক রেডিনেস ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৯তম স্থানে। ভারত ৮৯তম ও পাকিস্তান ১১২তম স্থানে। ২০১৩ সালে বাংলাদেশ ছিল ১১৪তম অবস্থানে, ২০১৪ সালে পাঁচ ঘর পিছিয়ে ১১৯তম স্থানে। লক্ষণীয়– ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালের রেডিনেস ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থানের যে ওঠানামা, বাস্তবে এর তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। আসলে উল্লিখিত এই তিন বছরে আমাদের অবস্থানের কোনো উন্নয়ন বা অবনতি ঘটেনি। কারণ, এই তিন বছরেই আমাদের স্কোর ছিল ৭-এর মধ্যে ৩.২। র‍্যাঙ্কিংয়ের যে হেরফের লক্ষ করা যাচ্ছে, এর কারণ অন্যান্য দেশের স্কোর ভ্যালুর উন্নতি বা অবনতির কারণে। তাই ধরে নিতে হবে, উল্লিখিত এই তিন বছরে আমাদের আইসিটি পরিস্থিতির উন্নতি বা অবনতি কোনোটিই ঘটেনি। এছাড়া ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশনের তৈরি ২০১৩ সালের আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সের দিকে তাকালে একই চিত্র ধরা পড়বে। এই আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সের র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৬৬ দেশের মধ্যে আমাদের অবস্থান ১৪৫তম স্থানে। আমাদের এই অবস্থান আফগানিস্তান ছাড়া অন্যান্য প্রধান প্রধান দক্ষিণ এশীয় দেশের অবস্থানের নিচে। এরপরও পরিসংখ্যানের নানা কৌশলী উপস্থাপনার মাধ্যমে কেউ কেউ আইসিটি ক্ষেত্রে আমাদের উন্নয়নের ঢাকঢোল পেটাতে সচেষ্ট। আসলে আইসিটির জন্য নিজেদের তৈরির ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চল দাঁড়িয়ে। তাই বলছি, আমাদের প্রত্যাশিত আইসিটি বিপ্লবটি এখনও ঘটাতে পারিনি। অথচ আমাদের প্রত্যাশিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য খুবই প্রয়োজন এই বিপ্লবের।

এই বিপ্লব পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য আমাদের অনেকদূর হাঁটতে হবে, নিতে হবে নানা পদক্ষেপ। তবে সামনে বাজেটের মাস থাকায় আমরা এখানে আমাদের করবাধা দূর করা এবং বেসরকারি উদ্যোগ উৎসাহিত করার তাগিদটাই দিতে চাই। আমরা জানি স্থায়ী অবকাঠামো এবং আরঅ্যান্ডডি খাতের ব্যয়ের জোগানটা প্রধানত সরকারি খাত থেকে আসে। কিন্তু, আইসিটি সেবার বেশিরভাগটাই আসে বেসরকারি খাতের অবদানসূত্রে। বেসরকারি খাতের বিনিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক সাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে আইসিটির ক্ষেত্রেও, এসেছে বিদেশী বিনিয়োগও। এর ফলে বাংলাদেশে দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটেছে মোবাইল টেলিডেনসিটি ও মোবাইল ডিজিটাল সার্ভিস। তা সত্ত্বেও সার্ভিস প্রোভাইডারেরা মারাত্মক উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আইসিটি শিল্পের ওপর করারোপের উচ্চমাত্রা নিয়ে। স্বাধীন গবেষণায়ও দেখা গেছে, এসব উদ্বেগ যথেষ্ট যৌক্তিক এবং এর একটা সমাধান দরকার। আমরা আশা করি, বিষয়টি সংশ্লিষ্টজনেরা বিবেচনায় নেবেন।

অপরদিকে মিলার অ্যান্ড অ্যাটকিনসন 'ইন্টারন্যাশনাল টেকনোলজি ইনফরমেশন ফাউন্ডেশন' তথা আইটিআইএফের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখিয়েছেন, এই সমীক্ষাধীন ১২৫ দেশের মধ্যে বাংলাদেশেই সর্বোচ্চ হারে আইসিটির ওপর করারোপ করা হয়। এ সমীক্ষায় যেসব আইসিটি পণ্য ও সেবার ওপর করের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত, সেগুলোর মধ্যে আছে : সাধারণ মোবাইল ফোন, স্মার্ট মোবাইল ফোন, কমপিউটার এবং ক্যামেরাসহ ডিজিটাল অডিও সার্ভিসের মতো অন্যান্য ডিজিটাল পণ্য। এ সমীক্ষা মতে, আইসিটি পণ্য ও সেবায় বাংলাদেশে কস্টের ৫৮ শতাংশই কর। এরপর এই করহারে যথাক্রমে রয়েছে তুরস্ক ২৬ শতাংশ, কঙ্গো ২৫ শতাংশ, ব্রাজিল ১৬ শতাংশ, শ্রীলঙ্কা ১২ শতাংশ, পাকিস্তান ১০ শতাংশ, নাইজেরিয়া ৮ শতাংশ, কেনিয়া ৭ শতাংশ, ঘানা ৫ শতাংশ ও সবচেয়ে কম হারে করারোপের দেশ চীন ৩ শতাংশ। স্পষ্টতই বাংলাদেশে আইসিটি বিপ্লবের ক্ষেত্রে এই করবাধা বড় মাপের। অবশ্যই এ করবাধা দূর করতে হবে। নইলে আইসিটি বিপ্লবের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া হবে একটি দূরাশা মাত্র।

লেখক সম্পাদক
● প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম ● সৈয়দ হাসান মাহমুদ ● সৈয়দ হোসেন মাহমুদ ● মো: আবদুল ওয়াজেদ